Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No.94-104
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নারীবাদী চিন্তার প্রেক্ষাপট: নারীবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার প্রয়োজনীয়তা

পিয়ালী ঘোষ
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বিভাগ-১, মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

আত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়
বিভাগীয় প্রধান, দর্শন বিভাগ, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
In the early Vedic and post-Vedic period, women in particular were accorded due respect and importance. But the darkness of superstition, the influence of ignorance and the spread of caste-system started in the society after the post-Vedic period, and the unjust oppression of the lower classes and women-gender gradually increased in the society. Due to the dominance of Brahminism in the society, the lives of the lower-class people became junctures of suppression and points of oppression. Women in the society were represented by connotations like weak, irrational, subservient, discriminated, oppressed etc., From the modern era to the post-modern vis a via the present period, the improvement or attempt to improve the condition of women has been possible, only through the feminist movement. Now what gave rise to this feminist movement? We can see upsurge of feminist movement in different phases, by different groups and in different forms that aimed to end gender inequality in society. We come across four waves of feminist movement. These different waves helped to bring into focus the different agendas of the feminist issues into a spontaneous movement. Thus, deconstructing feminism as we know it, this article asserts that feminism is not necessarily an anti-male ideology. Rather, it is a doctrine against patriarchy, in which women and society are also implicit. The feminism movement is an attempt to establish both men and women as social and individual beings. Feminist epistemological practice is felt to be necessary. While keeping the scope of our discussion confined within epistemology, the feminist movement with a philosophical perspective is purpoted as an attempt to bring about social change. But why such was needed is discussed in detail with fervor of analyticity in this article.

Keywords: Eminism, Patriarchy, Brahminism, Caste system, Feminist movement

মানবজীবন বির্বতনের পথ ধরে উত্তম পর্যায়ে উন্নীতোত্তর ধারাবাহিকতায় আজ একটি উন্নত সমাজজীবনে বসবাস করছে – আপেক্ষিকভাবে তা মনে হলেও তার যর্থাথতা নির্ণয়করণ বড়ই কঠিন। মানব ও সমাজের মিলন স্থলে নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গ মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রয়ী সংযোজন, যা আকারিত হয় বহুসংস্কৃতিক মিলনমেলার মাধম্যে। সেই মিলনমেলায় নারী ও পুরুষ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান

অধিকার করে রয়েছে, যাতে পুরুষের জীবন রাঙতায় মোড়নো একটি আকর্ষণীয় উপস্থাপকের উদাহরণ, অপরদিকে নারী ও তৃতীয় লিঙ্গের জীবন সংর্ঘষ ও সংগ্রামের শরিক। প্রাচীন বেদ ও বেদোত্তর যুগে শুরুর দিকে বিশেষ করে নারীকে যথেষ্ঠ সম্মান ও গুরুত্ব প্রদান করা হত। কিন্তু বেদোত্তর যুগের পরে মধ্যযুগে সমাজে যে কুসংস্কারের অন্ধকার, অজ্ঞানের প্রভাব ও জাতিভেদ প্রথার প্রসার হতে শুরু করে,তাতে সমাজে নিম্নবর্গীয় শ্রেনীর তথা নারীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার ক্রমেই বর্ধিতাকার ধারণ করে। সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদের কর্তৃত্বের দরুণ নিম্নশ্রেনীর মানুষের জীবন হয়ে ওঠে দমন ও নিপীড়নের সাক্ষী। বিশেষ করে উল্লেখ করা যায় নারীর কথা যাকে সমাজে বর্ণনা করা হয় - দুর্বল, যুক্তিহীনতা, অধীণতা, বৈষম্য, নিপীড়িত ইত্যাদি শব্দের দ্বারা। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য দলিত মহিলাদের কথা,যারা সমাজে শোষিত, নিপীড়ত ও অবদমিত প্রথমতঃ হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা দ্বিতীয়তঃ উচ্চবর্ণ বা জাতির মহিলাদের দ্বারা এবং তৃতীয়তঃ দলিত পুরুষের দ্বারা।

এমন মনে করা হয় নারীরা প্রাকৃতিকভাবে পুরুষদের তুলনায় দুর্বল, র্নিবুদ্ধি ও অযৌক্তিক তাই তাদের পরার্মশ প্রদান ও রক্ষাকরণের জন্য একজনকে সর্বদাই দরকার। উক্ত কারণবশত নারীকে সামাজিক বেড়াজালে জড়িয়ে রাখার উপায় হিসাবে মেয়েদের গৃহস্থলীর কর্মে যথা সন্তান প্রতিপালন, রান্নাবান্না, স্বামীর সেবা তথা পরিবারের দেখভালের জন্য বন্দিদশায় জর্জরিত করে রাখা হত এমনকী নারীকে সুখ ও কামনা ভোগের উপকরণ হিসাবে দেখা হত। সমাজে পুরুষরা নারীদের তুলনায় শিক্ষায় বেশি অগ্রাধিকার পেত। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমাজ উপলব্ধি করত না বরং মেয়েদের বাল্যকাল পুতুল ও রান্নাবাটি খেলায় এবং বিবাহের পর অলঙ্কারে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করা হত। পুতুল,রান্নাবাটি ও অলঙ্কারের পরিবর্তে মেয়েদের হাতে কলম তুলে দেওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত কেউ করত না। বরং এটিকে প্রথাগত ভাবে সকলেই মানতে শুরু করল। এমন দাবী করা হত নারী বিবাহের পূর্বে পিতার দ্বারা, বিবাহের পর স্বামী দ্বারা, বৃদ্ধকালে পুত্রের নামে নামাঙ্কিত হয়। তাদের নিজস্ব কোন পরিচয় সমাজ মেনে নিত না।

উদাহরণ হিসাবে মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের (১) উল্লেখ করা যেতে পারে -

> পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
> রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥ ३ ॥
> pitā rakṣati kaumāre bhartā rakṣati yauvane |
> rakṣanti sthavire putrā na strī svātantryamarhati || 3 ||
> The father guards her during virginity, the husband
> guards her in youth, the sons guard her in old age; the
> woman is never fit for independence.—(iii).

সেইরূপ অ্যারিস্টটল ও বলেছেন যে-

> "The relation of male to female is by nature a relation of superior to inferior and of ruler to ruled"

আবার আমেরিকার প্রতিষ্টাতা Thomas Jefferson বিশ্বাস করতেন - নারীদের স্থান গৃহে, রাজনীতি বা জনগণের দফতরে নয়। এমণকী বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ Charles Darwin মনে করতেন মেয়েদের তুলনায় পুরুষরা উচ্চতর বুদ্ধিজীবি। সমাজে মহিলাদের গ্রহশ্রমের তুলনায় পুরুষের শ্রমের প্রতি অধিকতর আলোকপাত করা হত,এমনকি এখনও করা হয় - যেগুলি সমাজে এক বিশাল প্রভাব ফেলতে শুরু করে।

নারীক দিয়ে বেগার শ্রমের একটি প্রবণতা দেখা দেয়। যদি পারিশ্রমিক দিয়ে নারীশ্রম বিচার করা হয় তাহলে তা পুরুষের তুলনায় ছিল অধিকতর কম। সমকাজে সমবেতনের ধারণা তখন অলীক বস্তু বা হাস্যকর ছিল তাই নারীশ্রম সীমাবদ্ধ থাকত ঝি,কাজের লোক ও শ্রমিক দিনমজুরির সীমানায়। কর্মস্থলে নারী পুরুষের শ্রমবিভাজন থাকলেও মহিলাদের নিজস্বক্ষেত্র বলে তেমন কিছু ছিল না। যেমন- মহিলাদের নিজস্ব বাথরুম থাকত না, তারা পুরুষের বাথরুম ব্যবহার করতে বাধ্য থাকত। ১৮ দশক পর্যন্ত নারীদের এমন অবস্থান আমরা লক্ষ্য করি, যাতে কেউ কখনও আপত্তি জানায় নি। সেই নারীর সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে প্রথম অধ্যায়ে অলোচনা করবো।

নারীর অবস্থান প্রসঙ্গে বাস্তব ও আর্দশের পথে নারীর উত্থান ও পতন: মধ্যযুগে শিল্পবিপ্লব ও শিল্পবিপ্লবোত্তর রেনেসাস বা নবজাগরণের সময় থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ এবং আধুনিক যুগোত্তর থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত নারীর অবস্থার যতটুকু উন্নতি বা উন্নতির চেষ্টা সম্ভব হয়েছে তা - নারীবাদী আন্দোলন বা feminism এর মাধ্যমেই। এখন এর উৎস ও কারণ উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নারীবাদী আন্দোলনের প্রাসঙ্গিক কারণ ও তার উৎস আলোচনা করতে গিয়ে দুটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে চলে আসে – প্রথমত: সমাজের নারীর বর্তমান পরিস্থিতি কিরূপ রয়েছে? দ্বিতীয়ত: সমাজে নারীর পরিস্থিতি কীরূপ হওয়া উচিৎ? প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য,একজন গবেষক হিসাবে যখন আমি এটি লিখছি তখন সাম্প্রতিক হায়দ্রাবাদের পশু চিকিৎসক প্রিয়াঙ্কা রেড্ডির নির্মম হত্যাকান্ডের কথা আমার স্মরণে আসছে। বাস্তবিকই সমাজে নারীর অবস্থান কি এইরূপ হওয়া উচিৎ? যাইহোক উল্লিখিত দুটি প্রশ্নের মধ্যে যে ধারাবাহিকতার বিচ্ছেদ বা শূণ্যস্থান আছে তাকে পূরণ করার দরুণ একটি চিন্তাধারার প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ে, সেই চিন্তাধারাই হল নারীবাদী আন্দোলন বা Feminism.

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে নারী অধিকারের সমর্থন বা নারীবাদী আন্দোলন বা Feminism কি? নারীবাদী আন্দোলন একটি স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন কিন্তু কোন জ্ঞান সঞ্চয়ের পদ্ধতি নয়। এযাবৎ সামাজিক ও তার অন্তগর্ত বিষয়গুলি যে গতানুগতিক পুরুষতান্ত্রিক আদলে বিশ্লেষিত হয়েছে তার অবসানই হল Feminism বা নারীবাদ আন্দোলন। Feminism মতবাদ পুরুষ বিরোধী মতবাদ নয়। বরং পুরুষতান্ত্রিকতার বিরোধী মতবাদ, যাতে মহিলা তথা সমাজব্যবস্থাও অর্ন্তনিহিত। নারীবাদ আন্দোলন হল একটি প্রচেষ্টা,পুরুষ ও নারীকে সামাজিক ও ব্যক্তিগত রূপান্তর পরিনয়ের ব্যাপারে। নারীবাদ আন্দোলন একটি সামাজিক পরিবর্তনের চেষ্টা,যা নারীকে সমাজে তার যথার্থস্থান অনুভব করাতে সহযোগিতা করে।

সমাজে নারীর পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে শুরু হয়। ফলস্বরূপ পরিবর্তন হওয়া শুরু হয় যখন আমেরিকা ও ইউরোপে কিছু সামাজিক,রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবে মুখরিত হয়। রেনেসাসের প্রভাবে ধীরে ধীরে সমাজ তথা সমাজে অবস্থিত মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা,সমতা ও সম্মানের জোয়ার প্লাবিত হতে দেখা যায়। যেমন ফরাসী বিপ্লবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে এবং আমেরিকার বিপ্লবকে উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে, যেখানে জনগণ সমাজের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অর্থাৎ গীর্জার কর্তৃত্বে অসহযোগিতা বিরুদ্ধে বিরক্ত হতে শুরু করে এবং জনসাধারণ নিজেকে বিষয়ী হিসাবে না দেখে নাগরিক হিসাবে ভাবতে শুরু করে। যার জন্য সমগ্র ক্ষমতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হতে শুরু করে। যে ক্ষমতা কেবল তৎকালীন পুরুষের মধ্যে সীমিত ছিল। মহিলাদের সমাজের নাগরিক হিসাবে মানা হত না। মহিলাদের দ্বিতীয় হারের নাগরিক(2nd rate citizen) হিসাবে মনে করা হত। মহিলাদের ও শিশুদের একই

শ্রেণীকরণ করা হত। তারা সমাজে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার ছিল। শুধুই বৈষম্যের শিকার নয়,সব থেকে কষ্টের বিষয় ছিল সমাজ এই বৈষম্যকে বিনাপ্রতিবাদে সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং তারপক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন যে নারীরা তো পুরুষের দ্বারা উপস্থাপন হন, সুতরাং তাদের আলাদা করে নাগরিকত্বের অধিকার দেওয়ার কী দরকার। এমনকি তৎকালীন অনেক দার্শনিকবর্গীয় নারীদের নাগরিকত্বের প্রদানের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়েছেন যে - নারীরা যৌক্তিক ও বৌদ্ধিকভাবে সক্ষম নয়, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে নিজেদের প্রতিষ্টাকরণের ক্ষেত্রে। সুতরাং সমাজ বিনা প্রতিবাদে নারীর নাগরিকত্ব হরণে উদ্যত হয়। কিন্তু Mary Wollstonecraft ১৮ দশকের দার্শনিক ও ইংরাজী সাহিত্যের লেখক, যিনি ১৭৯২ শালে সমাজের এই অর্থনৈতিক একগোড়ামি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাঁর গ্রন্থ Vindication of the Right of Women তে। ‘তিনি অনুভব করেছিলেন মহিলা ও পুরুষ হল সমান। মহিলাদেও পুরুষের মত যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। এই কারণে তিনি অনুভব করেছিলেন, যে ক্ষমতা বা অধিকার পুরুষের আছে, মহিলাদেরও সমানাধিকার দেওয়া উচিৎ। তাঁর এই গ্রন্থ বলতে গেলে প্রথম তরঙ্গের ফেমিনিজমের উদ্ভবের উৎস। এই বৈষম্যজনিত বিক্ষোভ ধীরে ধীরে বিন্দু বিন্দু আকারে সঞ্চায়িত হয়ে সিন্ধুর আকার ধারণ করে- এবং নারী ও পুরুষের এই বৈষম্যকে দূরীকরণের জন্য নারীবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

নারীর উন্নতি সাধনে নারীবাদের বিভিন্ন রূপ: নারীবাদীদের মধ্যে বিভিন্ন মতার্দশ ও আন্দোলনের কারণে নারীবাদী অন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন তরঙ্গ লক্ষ্য করা যায়, যার উদ্দেশ্যই হল সমাজের লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান। তাই নারীবাদী আন্দোলনে আমরা চার প্রকারের তরঙ্গের উল্লেখ পাই।

নারীর ক্ষমতা ও অধিকার অর্জনের লড়াই, একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা: ভোটাধিকারকে কেন্দ্র করে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও একটি চাহিদার জোয়ার দেখা দেয় -এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আন্দোলন একটি সুসংহত আকার ধারণ করে USA তে ১৮৪৮ সালের একটি সম্মেলনের মাধ্যমে যাকে বলা Seneca Falls Convention। এই সম্মেলনে অগণিত মহিলারা অংশগ্রহণ করেছিলেন এই দাবী নিয়ে যে নারী ও পুরুষ সমান। পুরুষের যেমন সর্বাধিকার রয়েছে, তেমনি নারীরও রয়েছে।এইভাবেই নারীবাদী আন্দোলন প্রথমে ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডে শুরু হয়। ধীরে ধীরে ব্রিটেনে ও ইউনাইটেড এসস্টেট-এ বিস্তার লাভ করতে থাকে। নারীবাদী আন্দোলন কতগুলি তরঙ্গের মাধ্যমে এর প্রসারতা লাভ পেতে থাকে। তার মধ্যে প্রথম তরঙ্গের ফেমিনিজম-এ যে বিষয়টি মুখ্য আলোকপাত করা হয়েছিল তা হল- নারী ও পুরুষ সমান। তাই তাদের সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকার দিতে হবে,বিশেষ করে নারীর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্টাকরণের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়, নাগরিকত্ব স্বীকৃতির প্রদানের মাধ্যমে। প্রথম তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনে নারীদের “ভোট দেওয়ার অধিকার”

এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাদের সম্পূর্ণ আন্দোলনটাই ‘Right To Vote’ এর নিরিক্ষে। সুতরাং ওই দিক থেকে দেখলে Seneca falls convention একটি মূখ্য ভূমিকা পালন করে প্রথম তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনের পটভূমি হিসাবে। তাই প্রথম তরঙ্গের সময়কাল হিসাবে ধরা যেতে পারে ১৮৪৮-

১৯২০ সাল পর্যন্ত। প্রথম তরঙ্গের ফেমিনিজমের প্রসারতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় USA এবং UK তে। সুতরাং USA এবং UK তে মহিলাদের ভোটাধিকার কিভাবে লড়াই করে ছিনিয়ে নিতে হয়-তার অনেক উদাহরণ আমরা লক্ষ্য করে থাকি। যার ফলস্বরূপ প্রথম তরঙ্গের মূল লক্ষ্য মহিলাদের ভোটাধিকার প্রাপ্তির মাধ্যমে ফেমিনিজম এর প্রথম তরঙ্গের পরিসমাপ্তি হয়ে যায়।

সুতরাং প্রথম তরঙ্গের ফেমিনিজম এর মূল লক্ষ্য বা বৈশিষ্ট্য কি ছিল? মূল লক্ষ্য ছিল নারী ও পুরুষ সমান তথা নারী ও পুরুষের বৈষম্যের বন্ধন মুক্তিকরণ। ফেমিনিজমের প্রথম তরঙ্গে সম্পূর্ণ আন্দোলনটাই এই লক্ষ্য সাধনে মনোনিবেশ করে এবং যে নারী সমাজে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অধিকার থেকে ব্রাত্য ছিল, সেই নারীর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অধিকার প্রতিষ্টাকরণ প্রথম তরঙ্গের ফেমিনিজমের মূল লক্ষ্য ছিল। আন্দোলনকারীরা অনুভব করে ছিল-নারীর ভোটাধিকারের প্রাপ্তির মাধ্যমে নারীর সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার পরিসমাপ্তি হবে, কিন্তু বাস্তবিক তা হয়নি এবং নারীর কেবল এই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অধিকার লাভের মাধ্যমেই প্রথম তরঙ্গের ফেমিনিজমের অবষাণ ঘটে। ১৯৫৯ সালে সিনোম দ্য বোভোয়া বলেছিলেন-"নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, বরং নারী হয়ে ওঠে"।

দ্বিতীয় তরঙ্গের ফেমিনিজমের সময়কাল হিসাবে বলা যায় ১৯৬৮-১৯৮০ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় তরঙ্গের ফেমিনিজমের আলোচনার পূর্বে এই বিষয়টি আলোকপাত প্রয়োজনীয় যে, কেন পুনরায় প্রথম তরঙ্গের ফেমিনিজমের পর দ্বিতীয় তরঙ্গের ফেমিনিজমের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। আমরা সকলেই জানি প্রথম তরঙ্গের ফেমিনিজমের মাধ্যমে নারীর সমাজের বাহ্যিক সীমাবদ্ধতাস্বরূপ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কেবল ভোটাধিকারের সুবিধাভোগী হন। অর্থাৎ নারী ও পুরুষের Right to Vote এর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যার ফলস্বরূপ নারীরা অনুভব করতে শুরু করেছিল যে Right to Vote এর মাধ্যমেই নারীরা সমাজে সামাজিক,অর্থনৈতিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রসারতা লাভ করবে এবং সমাজে নারী ও পুরুষের যে বৈষম্য তা মিটে যাবে এবং সকলেই সবকিছুতে সমানাধিকার লাভ করবে কিন্তু ধীরে ধীরে এই আশায় ঘুণ ধরতে দেখা দেয়। সর্বোপরি প্রথম তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ছিল নারীর পুরুষের ন্যায় সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকার প্রাপ্তিতেই। তথাপি নারীর শুধুইমাত্র ভোটাধিকার প্রাপ্তির মাধ্যমে নারীর সামাজিক প্রতিষ্টান সম্ভব হয় নি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় – নারীদের শারীরিক স্বাধীনতা যখন প্রশ্নের মুখে,সেই শূণ্যতা পূরণের দাবীতেই নারীবাদী আন্দোলনকারীরা দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনে মুখরিত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে নারীর শারীরিক স্বাধীনতার পরিসর ঠিক কত দূর? সমাজ কী সেই পরিসরের নিয়ন্ত্রণ কর্তা? সাম্প্রতিক হায়দ্রবাদের প্রিয়াঙ্কা রেড্ডি ও উত্তরপ্রদেশের হাতরাসের দলিত পরিবারের সন্তান মণীষার নির্মম ধর্ষন ও হত্যাকান্ডের কথা উল্লেখ করা যায়, সাথে একাধিক ধর্ষণকান্ড এবং বধূ হত্যাকান্ডের দৃষ্টান্ত দেখলে এইরূপ অনুভূত হয় সত্যিই কি নারীর নিজস্ব শরীরের উপর নিজস্ব অধিকার রয়েছে??? নাকি সমাজের সেই পশুগুলি যারা নারীদের দেহকে নিজস্ব বিষয় ও সম্পত্তি ভেবে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খায়, সেই পশুদের কথায় নারীর শারীরিক স্বাধীনতার পরিসর ও পোষাক র্নিবাচিত হবে ? এমনকি নারীর নিজস্ব গর্ভের উপর নিজস্বাধিকার ছিল না। নারীর গর্ভধারণ ও গর্ভনিপাত করার সিদ্ধান্ত নারী নিজে নিতে অক্ষম ছিল কারণ নারী পিতৃতান্ত্রিক নিপীড়নের শিকার - ঠিক এই সমস্ত কারণেই পুনরায় দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনের প্রারম্ভপর্বের হেতুস্বরূপ বলা যায় নারীর Right to bodily freedom অর্থাৎ নারীর শারীরিক স্বাধীনতার অধিকার। সাথে নারীর কর্ম সুযোগের সুবিধাও ছিল সীমিত। নারীরা যেহেতু প্রকৃতিগত দিক থেকে যত্নশীল ও ধৈর্য্যশীল হয়

তাই তাদের চারিত্রিক দিক দিয়ে যেটি মানানসই শুধুমাত্র সেই কর্মক্ষেত্রেই তারা অগ্রাধিকার পেত, যেমন- সেবাকারিনী হিসাবে বা শিক্ষিকা হিসাবে। তারা চাইলেই তাদের পেশা পছন্দ করে নিতে সক্ষম ছিল না। অপরদিকে শিক্ষাক্ষেত্রেও একই অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বহু বালিকা বিদ্যালয় বা শিক্ষালয় মহিলাদের থাকলেও নারীরা তাদের পছন্দমত বিষয় নিতে সক্ষম ছিল না, তাতেও সীমাবদ্ধতা ছিল।

তাহলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রথম তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনে নারীদের প্রতিবাদ ছিল সামাজিক বৈষম্যের উপর, যা বাহ্যিক সীমাবদ্ধতার সাক্ষী ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনে নারীরা তাদের প্রতিবাদের প্রসারতা বৃহৎ করে আভ্যন্তিণ সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ উৎপীড়নের উপর তাদের প্রতিবাদ কেন্দ্রবিন্দু করে। সমাজের এই আভ্যন্তিণ সীমাবদ্ধতা খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। এই সীমাবদ্ধতা মহিলাদের মুক্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সীমাবদ্ধতার দূরীকরণ তৎক্ষণই সম্ভব যখন সমাজে বসবাসকারী মানুষের মহিলাদের প্রতি মননচিন্তা, আচরণ ও ভঙ্গির পরিবর্তন হবে। সুতরাং যদি দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলন নিঁখুতভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে লক্ষ্য করব মহিলাদের প্রতিবাদ থেকে নিপীড়নে এসে পৌঁছেছিল।

সুতরাং দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য কী ছিল? মূল বৈশিষ্ট্য ছিল নারীর Right To Bodily Freedom বা নারীর শারীরিক স্বাধীনতা এবং Sisterhood বা United Group বা মহিলা সঙ্ঘ। দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনে মহিলাদের একটি দলগত অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এই তরঙ্গে দেখানো হল প্রথমত সমাজে নারী পিতৃতান্ত্রিক নিপীড়নের শিকার। সে যেই দেশের নারী হোক না কেন তাদের পুরুষের একাধিপত্যের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল তাই সেই দিক থেকে তারা একটি United Group. দ্বিতীয়ত হল নারী স্বাধীনতা বা মুক্তি। দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনে দেখানো হয় যে আইন - কানুন বানিয়ে শুধু নারীর অধিকার প্রতিষ্টাকরণ করলে হবে না; একটি সামাজিক বিপ্লব বা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল,যার মাধ্যমে সামাজিক পুরুষতান্ত্রিকতার বিনাশ সম্ভব হবে। সুতরাং দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল নারী স্বাধীনতা বা মুক্তি।

নারী আন্দোলনের প্রথম ও দ্বিতীয় রূপ, একটি তুলনামূলক আলোচনা: আমরা লক্ষ্য করলাম যে প্রথম তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনে লড়াইটি ছিল নারী ও পুরুষের যে বৈষম্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রথম তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল নারী ও পুরুষ সমান। সুতরাং তাদের পুরুষের ন্যায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভোটাধিকারের মাধ্যমে মহিলাদের অগ্রগতি সম্ভব নয়। কারণ সমাজোবস্থিত মানুষের নারীর প্রতি চিন্তাধারা ও মনন শীলতায় পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। কারণ সামাজিক নীতি বা মূল্যের নিয়মকর্তা একজন পুরুষ হওয়ায় নারীর উন্নয়নের কথা না ভেবেই সামাজিক সংস্কার ও নিয়ম নীতি প্রচলিত রয়েছে। তাই নারীর মুক্তির জন্য সামাজিক সংস্কারের পরিবর্তন সাধন করতে হবে গভীর থেকে। তাই দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনের একটি নতুন ধারায় নারীর সমস্যাকে জন-সম্মুখে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়।

অপর দিকে দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনের কিছু আন্দোলনকারীরা দাবী করতে শুরু করে যে নারীরা ছেলেদের তুলনায় শ্রেষ্ট বা উচ্চতর কারণ নারীদের মধ্যে এমন কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে, যা পুরুষের মধ্যে নেই। যেমন বলা যায় নারীরা যত্নশীল, ধৈর্য্যশীল ও মাতৃত্বের মত শ্রেষ্ট অনুভবের অধিকর্ত্রী, যেখানে বিপরীতে পুরুষদের এই সমস্ত গুন থাকে না - তারা আবেগবিহীন, উদ্ধত, অকোমল ইত্যাদি

হিসাবে পরিচিত হয়। সুতরাং মহিলাদের এই অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য নারীরা পুরুষের তুলনায় উচ্চতর এবং কিছু নারীবাদীরা অনুভব করতে শুরু করলেন যে মহিলাদের এই অনন্যতাই মহিলাদের জয়, তাই তাদের উচিৎ এই জয়ের উদযাপন করা।সুতরাং দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদী নারী ও পুরুষের যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, তার প্রতি আলোকপাত করা হয়।

উত্তরণের পথে নারী: দ্বিতীয় তরঙ্গের ব্যর্থতা তৃতীয় তরঙ্গের উৎপত্তি - দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল একটি অবিচ্ছিন্ন দলসমষ্টি, যেটি একটি মহিলাবৃন্দের সমষ্টিগত দলকে ইঙ্গিত করে - যা উপস্থাপন করছে মহিলাদের উপর উৎপীড়ন ও নীপিড়নকে। কিন্তু এখানেই একটি ব্যর্থতাস্বরূপ প্রশ্ন ওঠে যে মহিলাবৃন্দের এই সমষ্টিগত দল কি সকল মহিলাবৃন্দের সমস্যাকে উপস্থাপন করতে পারছে...? কারণ একজন নারীর সমস্যা তার অবস্থান ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। তাই সকল নারীর যে একই সেই পুরুষের দ্বারাই নিপীড়ণ বা লিঙ্গভিত্তিক সমস্যা - তা নয়,অনেকেই সামাজিক কুসংস্কার, জাতি, শ্রেণী, বর্ণ ও জাতিভুক্ত সমস্যার বা উৎপীড়নের শিকার। তাই নারীমুক্তির পথে অন্তরায় হিসাবে যদি শুধু লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়ণকে মূখ্য করে দেখানো হয়,তাহলে সমাজে বাকী সমস্যাগুলিকে অবহেলা করা হবে। দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনের যে সমস্যার উৎঘাটন করে তা কেবল American ও European white middle class দের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উপস্থাপিত ছিল। কারণ জাতিভেদ প্রথার ভিত্তিতে, বর্ণের ভিত্তিতে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলারাও সমাজে সমানভাবে উৎপীড়িত ও নিপীড়িত। তাই তাদের সমস্যার উৎঘাটন করার জনা দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলন ব্যর্থতার সন্মুখীন হয় এবং তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলন শুরু হয় Postmodernism বা উত্তরাধুনিকতার হাত ধরে।

এখন প্রশ্ন উঠবে Postmodernism বা উত্তরাধুনিকতা বলতে আমরা আসলে কী বুঝি? বা কোন কোন শর্ত পূরণ করলে বলা সম্ভব উত্তরাধুনিকতার অনুসরণকারী। প্রথমত উত্তরাধুনিকতার অর্থ হল আধুনিকতার বিরোধী। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে “আধুনিকতা” আসলে কী? আধুনিকতার ক্ষেত্রে আমরা সাধারণীকরণ লক্ষ্য করতে পারি। কিন্তু উত্তরাধুনিকতায় সাধারণীকরণকে নস্যাৎ করা হয়েছে। উত্তরাধুনিকতানুযায়ী নারী সমস্যার কেবলমাত্র একটি ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, বিভিন্ন কারণে নারীর সমস্যার উৎঘাটন হয়ে থাকে। উত্তরাধুনিকতানুযায়ী সত্য কখনো একটি হতে পারে না,সত্য অনেক। সুতরাং উত্তরাধুনিকতানুযায়ী বৈচিত্রের মাধ্যমে নারীর সমস্যার উৎঘাটন ও সমাধান সম্ভব। যার ফলস্বরূপ আমরা নারীবাদী আন্দোলনের মধ্যে বৈচিত্রতার ছোঁয়া পাই। ১৯৯২ শালে ২৩ বছর বয়সী এক তরুণী রেবেকা ওয়াকার প্রথম “তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদ” শব্দটি ব্যবহার করেন, এনিটা হিলের কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বিরুদ্ধে। রেবেকা ওয়াকার বলেছিলেন, “আমি উত্তর-নারীবাদ, নারীবাদ নই।আমি হলাম তৃতীয় তরঙ্গ”(২)। তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলন কেবল আন্দোলন নয়,এটি একটি বিস্তৃত ও বৈচিত্রময় নারীবাদী কর্মসূচি।

তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনের সময়কাল যদিও বির্তকিত বিষয় তথাপি নব্বই দশক থেকে বর্তমান সময়কালকেই তৃতীয় তরঙ্গের ব্যাপ্তিকাল হিসাবে পরিগণিত করা হয়। এই তরঙ্গে নারীবাদকে নতুনাকারে সংজ্ঞায়িত করা হয়। তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলন পর্যবোষিত হয় ন্যয্যতার একক আন্দোলনে, যেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলন নারীর সামাজিক সাম্যতার সীমানায় সীমিত ছিল।

সমাজে নারীর সাম্যাবস্থা যখন পুরুষের নিরীক্ষে বিচার্যশীল,বলাবাহুল্য পুরুষ তখন পরিকাঠামোগতভাবে আর্দশে পর্যবোষিত হয়। তৃতীয় তরঙ্গ সেখানেই বাঁধ সাঁধলো। এখানেই ছিল তৃতীয় তরঙ্গের সাথে অবশিষ্ট দুটি তরঙ্গের পার্থক্য। নারীবাদী আন্দোলনের তৃতীয় তরঙ্গে মূলতঃ যে দাবী তোলা হয়েছিল তা তাত্ত্বিক নির্মানের দাবী পরিপ্রেক্ষিতে। এই তরঙ্গের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তৃতীয় তরঙ্গে প্রথম উপলব্ধিত হল যে - সমাজে নারীর পুরুষের ন্যায় সমাধিকার কখনোই সম্ভপর নয়।কারণ পুরুষের ন্যায় সমাধিকার কথাটির অর্থ পুরুষকে আর্দশ হিসাবে গ্রহণ করা নেওয়া এবং সেই আর্দশের পরিমাপে নারীকে গড়ে তোলা। তাই তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনটি নারীর পুরুষের ন্যায় সমাধিকারের নয়,ন্যয্যতার অধিকারের লড়াই-এ পর্যবোষিত হয়। এ যেন নারী-পুরুষভেদে এক সত্তার লড়াই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে শিশু জন্মকালে তার লিঙ্গ সর্ম্পকে সচেতন থাকে না।

লম্বা চুল ও তাতে লাল ফিতে, রান্নাবাটি ও পুতুল খেলায় একাধিত্যতা, পড়ণে ফ্রক, অনিচ্ছাকৃত আবেগে একাধিকার - এইভাবেই সমাজ কারিগড় নির্মাণ করে ‘নাড়ী’কে। যদিও এই নির্মাণ এখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যাইহোক তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনে সমাজে নারীর ন্যয্যাধিকারের কথা বলা হয়েছে। নারীর এটি প্রাপ্য,তাই নারীকে তা ছিনিয়ে নিতে হবে। ঠিক যেমন ব্রিটিশের অধিকার থেকে ভারতের সর্বভৌম্যত্ব ছিনিয়ে নিয়ে ভারত যে আজ শ্বাশত স্বাধীন দেশ হিসাবে পরিগণিত হয়ে মাথা উঁচু করে খাঁড়া হয়ে আছে, ঠিক তেমনই নারীরও এহেন অবস্থানই কাম্য। এটি ছিল তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলন পরিপন্থী। চতুর্থ তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলন ২০১২ শালের দিকে শুরু হয়েছিল এবং এখনও পর্যন্ত তা চলছে। চতুর্থ-তরঙ্গ নারীবাদ অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রতি তার ফোকাস বিস্তৃত করে, যার মধ্যে রয়েছে সমকামী, ট্রান্সজেন্ডার এবং বর্ণের মানুষ, তাদের সামাজিক অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষে।কেউ কেউ এই আন্দোলনকে পোস্ট-ফেমিনিজমের প্রতিক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত করেছেন,যাতে নারী ও পুরুষ ইতিমধ্যেই সমতায় পৌঁছেছে।

জ্ঞানতাত্ত্বিক দার্শনিক সমস্যা, নারীবাদী চর্চা: তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনের পরিপন্থীকতার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনে প্রথমেই যে বিষয়টি উল্লেখ্য, নারীবাদী আন্দোলন মাত্রই পুরুষ বিরোধী নয়, পুরুষতান্ত্রিকতা ও সমাজের বাঁধাধরা চিন্তার বিরুদ্ধে লড়াই। আমরা জানি, দর্শনের প্রাচীনপন্থী অ্যারিস্টটলীয় অনুসৃত যুক্তি-বৈজ্ঞাণিক চিন্তার তিনটি মূল সূত্রের উল্লেখ রয়েছে। আমরা সকলেই জানি বিষয় ছাড়া চিন্তা কখনো সম্ভব নয়। আর আমাদের চিন্তাকে যুক্তিপূর্ণ হতে গেলে এই তিনটি মূল সূত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। সেগুলি হল – (ক)তাদাত্ম্য নিয়ম (খ) বিরোধবাধক নিয়ম (গ) নির্মধ্যম নিয়ম। এই নিয়মগুলির গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য এদের অর্থ ও তাৎপর্য নির্ণয় করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ তাদাত্ম্য নিয়মানুসারে - প্রতিটি বিষয় নিজের সঙ্গে অভিন্ন, দ্বিতীয়তঃ বিরোধবাধক নিয়মানুসারে – পরস্পর বিরোধী বিষয়কে একই সাথে চিন্তা করা সম্ভব নয়, এবং তৃতীয়তঃ নির্মধ্যম নিয়মানুসারে – একটি বস্তু দুটি বিরোধী গুনের অন্ততঃ একটি গুনের অধিকারী হবে। অর্থাৎ দুটি বিরোধী বিষয় একই সাথে মিথ্যা হতে পারে না, দুটি বিরোধী বিষয়ের একটিকে সত্য হতে হবে। এই কাঠামোতে যদি নারী ও পুরুষকে ফেলা হয়, তাহলে নারী ও পুরুষ এই দ্বি-কোটিক বিভাজনের উচ্চস্থানে পুরুষ ও নিম্নস্থানে নারী থাকবে – এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কোনভাবেই মধ্যম স্থান গ্রহণ করা যায় না। যেমন ‘নারী হয় পুরুষের তুলনায় উচ্চ-মর্যাদা সম্পন্না’ এবং ‘নারী হয় পুরুষের তুলনায় নিম্ন-মর্যাদা সম্পন্না’-এই দুটি বচনের মধ্যে একটিকে সত্য হতেই হবে - একথা সঠিক নয়। কারণ নারী ও পুরুষ সম-মর্যাদা সম্পন্ন হতে পারে। অর্থাৎ জগতের সব কিছু সত্য ও মিথ্যা

ব্যতীত আরও একটি বিকল্প হতে পারে। তাই যুক্তি-বিজ্ঞানের এই নির্মধ্যম নিয়ম যে নারী সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে সজোড়ে আঘাত – তা স্পষ্টত ব্যাখ্যাজনক।

পরিপ্রেক্ষিতানুযায়ী প্রথমতঃ নারীবাদানুসারে - নারী ও পুরুষভেদে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসবে, পরিপ্রেক্ষিতগুলি কী কী হতে পারে? পরিপ্রেক্ষিত সাধারণত সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, স্থান, কাল, লিঙ্গ ও পরিস্থিতি ভেদে নির্ধারিত হয়ে থাকে। সমাজে একজন ব্যক্তিত্বের সামাজিক অবস্থান নির্ভর করে, তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের উপর এবং আমাদের জ্ঞান উৎপত্তির ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখন প্রশ্ন হল নারীবাদী আলোচনায় দাশনিক সমস্যাটি কোথায়??? এর উত্তর দিতে গিয়ে আমরা যদি পাশ্চাত্য দর্শনের চিরচারিত জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার কথায় আসি তাহলে প্রথমে এর পটভূমি আলোচনা করা প্রয়োজন। দর্শন হল আমাদের আদি জ্ঞানের মূল ভান্ডাড়। দর্শন শব্দটির উৎপত্তি ‘দৃশ’ ধাতু যার অর্থ দেখা। এই দেখাকে আমরা তিন প্রকারে ব্যাখ্যা করতে পারি। ১) কোন বস্তু বা ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করা, ২) সত্যের (Truth) স্বরূপ উপলব্ধি করা, ৩) স্বজ্ঞালব্ধ অভিজ্ঞতা (Intuitional Experience)। স্বজ্ঞা (Intuition) হল ইন্দ্রিয় (sense Experience) ও বুদ্ধির (Reason) সাহায্য ছাড়া বিষয়ের সাক্ষাৎ প্রতীতি। সুতরাং দর্শন শব্দের অর্থ সত্যের অনুসন্ধান অর্থাৎ জগৎ এবং জীবনের বিভিন্ন সমস্যা আমাদের কাছে প্রশ্নের আকারে আসে, সেই সমস্যার সত্য অনুসন্ধান। দর্শন শব্দটি ইংরাজীতে ফিলোজফি বলা হয়। যার অর্থ জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বা ভালবাসা। সাথে আমরা এও জানি যে, দর্শন হল বহু সংস্কৃতির সারবস্তু। যে দেশ যেমন, সেই দেশের দার্শনিক চর্চা বা দৃষ্টভঙ্গিও সেইরকম। সেইকারণে দর্শন ও ফিলোজফি শব্দের মধ্যে তফাৎ রয়েছে। সেই অনুযায়ী ফিলোজফি শব্দের অর্থ যখন জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ তখন পাশ্চাত্য দর্শনে আমরা কোথাও যেন মানুষের জ্ঞান তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির মাধ্যমে জ্ঞানের স্বরূপ উৎঘাটনের প্রতি সচেষ্ট হই আর দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বের চর্চাই আমাদের সেই জ্ঞান তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির ঘটায়। কারণ আমরা জানি জ্ঞানতত্ত্ব হল সেই সীমানা যা জ্ঞান লাভের নিয়মাবলী বা রূপ সর্ম্পকে শিক্ষা দেয়।

কার্ল পপার বলেছেন – ‘Epistemology i take to be the theory of scientific knowledge’(৩)। চিরচারিত জ্ঞানতত্ত্বানুযায়ী, “S knows that P” অর্থাৎ S , P কে জানে। কিন্তু S যে P কে জানে সেগুলি কতগুলি শর্তের উপর নির্ভর করবে। শর্তগুলি হল 1. P কে সত্য হতে হবে, 2. P যে সত্য সেই বিষয়ে S এর বিশ্বাস থাকতে হবে,এবং 3. P যে সত্য এই বিষয়ে S এর যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের সমর্থনে কিছু যুক্তি থাকবে। সর্ম্পূণটাই P অর্থাৎ বস্তু কেন্দ্রিক বা বিষয়ভিত্তিক। যার ফলবশতঃ আমাদের জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এখানে “S knows that P” এর S কে আলাদা করে বিচার করা হয় নি অর্থাৎ S এর জায়গায় যে কেউ বসতে পারে। যেমন- রাম, রহিম, সীতা, গীতা, যদু ইত্যাদি এবং যেই বসুক না কেন সকলেরই একই পদ্ধতিতে জ্ঞানের উৎপত্তি হবে। প্রসঙ্গত আসি একজন চৌর্যকারী একটি তালাকে চুরির বাঁধার অভিপ্রায় হিসাবে দেখবে। কিন্তু তালাটির অধিকারী ব্যক্তি সেই তালাটিকে প্রতিরক্ষার অভিপ্রায়ে দেখবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তালাটি এক থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিভেদে দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। কারণ পরিস্থিতি ভেদে S এর জায়গায় যে কেউ বসতে পারে। সেইকারণে নারীবাদীরা বারংবার বলছে S এর সামাজিক অবস্থান জরুরী। অর্থাৎ S এর সামাজিক অবস্থান উন্মোচন হওয়া প্রয়োজন। নারীবাদীদের মতে নারী ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

আমরা জানি টমাস একুইনাস নারীকে অসম্পূর্ণ নারী বলেছেন এবং অ্যারিস্টটল নারীকে কতগুলি সৎ গুণ থেকে বঞ্চিত করে নারীকে যুক্তিহীন বলেছেন। তাই এমন মনে করা হয়, "S knows that P" এর S জায়গায় যদি পুরুষ বসানো হয় এবং আবেগ তাড়িত না হয়ে কেবল যুক্তি দিয়েই যে এই শর্তগুলি পূরণ করতে পারবে, সেই জ্ঞানের অধিকারী হবে বা তার জ্ঞানকে "The knowledge" বলে গণ্য করা হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে "S knows that P" এর S জায়গায় যদি নারী আনি তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিজ্ঞতা হবে। আরও বিস্তারিত ভাবে বলা যায়, চিরচারিত দর্শন বলবে পুরুষ যুক্তিপূর্ণ এবং নারী আবেগপ্রবণ তাই পুরুষ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারবে কিন্তু নারীরা জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চা অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নারীর ন্যয্যাধিকারের দাবীর ক্ষেত্রে চিরচারিত জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়, কারণ নারীবাদীরা বলেন "S knows that P" এর S জায়গাটি পরিবর্তন যোগ্য হওয়ায় নারী ও পুরুষ ভেদে "S knows that P" কখনও এক বা সমান হবে না। স্থান, কাল, জ্ঞাতা ভেদে P এর জ্ঞান পরিবর্তিত হচ্ছে তাই আমাদের একটি নতুন জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সেই জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার নাম নারীবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চা বা Feminist Epistemology। কিন্তু এই জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চা সম্পূর্ণ P বস্তু কেন্দ্রিক হওয়ায় স্থান,কাল,পাত্র ও পরিস্থিতি ভেদে জ্ঞানও পরিবর্তিত হয়।

উদাহরণ হিসাবে দলিত নারীর ও অভিজাত শ্রেনীর (Elite Class) নারীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন S যদি স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার কারী একজন অভিজাত পরিবারের নারী হয়,তখন তার প্রতিবাদ হবে - স্যানিটারি প্যাডে জি. এস. টি.(G.S.T.) থাকা উচিৎ কিনা অপরদিকে S যদি একজন দলিত নারী হয়, যে সমাজের সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত তার কাছে একটি স্যানিটারি প্যাড বিলাশিতার সমান। তাই আমাদের আলোচনার পরিসরকে জ্ঞানতাত্ত্বিকতার মধ্যে রেখেই নারীবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার প্রয়োজন অনুভব হচ্ছে। কারণ সামজে একজন দলিত নারীর যে সামাজিক অবস্থান, একজন অভিজাত পরিবারের নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পূর্ণটাই বিপরীত।

এইভাবে তুলনামূলক বিশ্লেষণের সাহায্যে এমন একটি দার্শনিক নারীবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চা পরিসর তৈরী তথা দলিত ও কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের সমস্যার কথা মূলধারায় চলে আসতে পারে। উপরোক্ত দলিত ও কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের যে সমস্যা আমরা সমাজে লক্ষ্য করি তার অন্যতম কারণ হল পিতৃতান্ত্রিক চিন্তাধারা। সমাজে পিতৃতান্ত্রিক চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতার দূরীকরণ তৎক্ষণই সম্ভব যখন সমাজে বসবাসকারী মানুষের মহিলাদের প্রতি মননচিন্তা, আচরণ ও ভঙ্গির পরিবর্তন হবে। সুতরাং মানসিক চিন্তার পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজে পিতৃতান্ত্রিক চিন্তাধারার আগাছা নির্মূল করা সম্ভব। এবং এইরূপ মননশীল চিন্তাই লিঙ্গ বৈষম্য র্নিমূল, পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব বিরোধী, সমাজের বাঁধাধরা চিন্তার পরির্বতন ও নারীর ন্যয্যাধিকারে দিশা দেখাবে।

সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় তরঙ্গের তুলনায় তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনের সাফল্যতা ঠিক এই স্থলে যে একজন নারীর মুক্তির পথে অন্তরায় হিসাবে যদি কেবল লিঙ্গবৈষম্যভিত্তিক নিপীড়নকে মূখ্য করে দেখানো হয় তাহলে সমাজে নারীর প্রতি সামাজিক জাতি, শ্রেনী ও বর্ণ ভেদে অন্যান্য উৎপীড়নের সমস্যাগুলিকে অবহেলা করা হবে। সকল নারী যে কেবল লিঙ্গবৈষম্যের শিকার তা নয়, নারী সমস্যা অবস্থা ও পরিস্থিতি ভেদে পরিবর্তন হয়। যদি এই পরিবর্তন স্বীকার না করা হয় তাহলে অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে। কারণ নারী মুক্তির অন্তরায় হিসাবে কেবল একটি কারণকে গুরুত্ব দিলে অনুপযুক্ত কারণ নারী সমস্যার কারণ রূপে নির্দেশিত হবে এবং সাথে বিষয়টি অব্যাপ্তি দোষেও দুষ্ট হবে কারণ উপযুক্ত কারণই নারী

সমস্যার কারণ হিসাবে চিহ্নিত হবে না। এখন কোন বিষয়কে সমর্থন করার জন্য দেখানো দরকার যে বিষয়টি অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট নয়। তাই নারী সমস্যার কারণ হিসাবে কোন একটি কারণকে সাধারণীকরণ না করে, অবস্থা ও পরিস্থিতি ভেদে তা পরিবর্তনীয় - তা মানতে হবে। এখন অবস্থা ও পরিস্থিতি বলতে কী বুঝবো আমরা? অবস্থা ও পরিস্থিতি বলতে নারী শুধু লিঙ্গবৈষম্য নয় - সামাজিক জাতি, শ্রেণী, বর্ণ ভেদে গতানুগতিক পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাধারার শিকার।

Footnote:

1. Rebecca, walker (January 1992), “Becoming the Third Wave”, New York: Liberty Media for Women: 39-41.
2. Karl Popper, objective Knowledge (Oxford: Clarendon Press, 1972), 108; emphasis in original.

গ্রন্থপঞ্জি:

3. Maitra, Shefali. Naitikata O Naribad: Darshanik Prekhiter Nana Matra. 2nd ed., New Age Publishers Pvt. Ltd., 2007.
4. Mazumdar, Rinita. A Feminist Manifesto: Rape, Reproduction, Revolution. 1st ed., Anustup, 2013.
5. Code, Lorraine, “Taking Subjectivity into Account”, Feminist Epistemologied, ed. Linda Alcoff and Elizabeth potter, Routledge, New York and London, 1993.
6. Benhabib, Seyla. “Feminism and Postmodernism”, Feminist Contentions: A philosophical Exchange, Routledge, New York, 1995.
7. Benhabib, Seyla. “Subjectivity, Historiography, and politics”, Feminist Contentions: A philosophical Exchange, Routledge, New York, 1995.
8. Mazumdar, Rinita. A Short introduction to Feminist Theory. 2nd ed., An Anustup publication. 2010.
9. Bagchi, Nandita. Beyond patriarchy: A critique of Western Mainstream Epistemology. 1st ed., Progressive publishers. 2012.
10. ইয়াসিন ,তাহ, সাদি, অনুপ ,নারী, কথা প্রকাশ, ডাকা বাংলাদেশ, ২০০৮।
11. বসু, রাজশ্রী, চক্রবর্তী, বাসবী, প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা, কলকাতা, উর্বী প্রকাশন, ২জুন ২০০৮।
12. আখতার খানম, রাশিদা, নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ডাকা বাংলাদেশ, ২০১৮।